মানববিদ্যা গবেষণাপত্র পঞ্চম সংখ্যা ॥ আষাঢ় ১৪২৯ ॥ জুলাই ২০২২ ॥ ISSN 2518-5853
কলা অনুষদ ॥ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ

লিটল ম্যাগাজিন: রূপতাত্ত্বিক চালচিত্র

তাশরিক-ই-হাবিব*

গবেষণা-সারসংক্ষেপ: "লিটল ম্যাগাজিন"—অভিধাটি যে সচেতন সাহিত্যপাঠকের জানাশোনার গণ্ডিভুক্ত, এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণের অবকাশ নেই। বিভিন্ন সমৃদ্ধ জাতির সাহিত্যচর্চায় মূলধারার সমান্তরালে লিটল ম্যাগাজিনকেন্দ্রিক ধারার উপস্থিতি লক্ষণীয়। সাহিত্যানুরাগী তরুণ পাঠক, লেখক, গবেষক ও সাহিত্য সমালোচক লিটল ম্যাগাজিনের প্রতি বিভিন্ন কারণেই কৌতূহল ও আগ্রহ প্রকাশ করেন। লিটল ম্যাগাজিন যে সাহিত্যচর্চার গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, বাংলাদেশের সাহিত্যে এর বিবিধ দৃষ্টান্ত রয়েছে। বাজারচলতি সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে লিটল ম্যাগাজিনের স্বভাবগত-কার্যকারিতাগত স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। প্রচলিত সাহিত্যধারার রসাস্বাদন ও অভ্যস্ততা থেকে সরে এসে স্বকীয় ধারার সাহিত্যপাঠের আগ্রহ, লেখালেখিতে মনোনিবেশের অনুপ্রেরণা লিটল ম্যাগাজিনের মাধ্যমে ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের সাহিত্যচর্চার ধারায় লিটল ম্যাগাজিনের প্রাসঙ্গিকতা ও ভূমিকা সম্পর্কে ইতঃপূর্বে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। লিটল ম্যাগাজিন কী, সাহিত্যভুবনে এর উদ্ভবের বৃত্তান্ত, এর বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতিগত স্বরূপ, লিটল ম্যাগাজিনে সাহিত্যচর্চায় বিদ্যমান প্রতিকূলতাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও এসব সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণের ইঙ্গিত প্রভৃতি প্রসঙ্গে আলোকপাতের মাধ্যমে আমরা এই সাহিত্যমাধ্যমের রূপতাত্ত্বিক চালচিত্র সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। এ ধরনের গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা একারণেই বাংলাদেশের লিটল ম্যাগাজিনকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চার রূপরীতি অনুধাবণ ও এক্ষেত্রে চিহ্নিত বিবিধ প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হলে বিষয়গুলো সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন বিকল্পহীন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে লিটল ম্যাগাজিনের প্রাসঙ্গিক ভূমিকা অনুধাবনই এ প্রবন্ধ লেখার ঐকান্তিক অনুপ্রেরণা।

একুশ শতকের প্রথম দুই দশক পেরিয়ে অন্তর্জালনির্ভর বিবিধ বৈদ্যুতিক মিডিয়ার অবাধ বিস্তার, বিভিন্ন ই-মাধ্যমে লেখা প্রকাশের পাশাপাশি নিয়মিত সাহিত্যচর্চার সুযোগ যখন হাতের মুঠোয় রাখা মোবাইলেই দিব্যি উন্মোচিত হয়ে চলেছে, তখন

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

সৃজনশীল-মননধর্মী চর্চায় লিটল ম্যাগাজিনের প্রাসঙ্গিক ভূমিকা ও এর উপযোগিতা সম্পর্কে সচেতন সাহিত্যপাঠকের ভাবনায় প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়াই স্বাভাবিক। দৈনিক সংবাদপত্রের সাপ্তাহিক সাময়িকী পাতা—বিশেষ আয়োজন—ক্রোড়পত্র, বাজারচলতি বিবিধ সাপ্তাহিক-পাক্ষিক-মাসিক-ত্রৈমাসিক-ষাণ্মাসিক সাহিত্য পত্রিকা ও সাহিত্য-সাময়িকীতে প্রচলিত ধরনের সাহিত্যচর্চার আপাত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। লিটল ম্যাগাজিনের সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল থেকে সরে এসে শুধু প্রতিবেশী দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের দিকেও যদি দৃষ্টিপাত ঘটানো হয়, তবে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সৃষ্টিশীল সাহিত্যচর্চায় এ মাধ্যমের আবেদন ও গুরুত্ব কতটা প্রভাববিস্তারক্ষম, তা অনুধাবন সম্ভব হবে। এ প্রবন্ধে আমরা সেই প্রসঙ্গে আলোকপাত না করলেও একথা স্মরণে রাখব যে, শতাধিক লিটল ম্যাগাজিন প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়। ভাষার মাস ফেব্রুয়ারিতে বাংলা একাডেমি আয়োজিত বইমেলায় এসব লিটল ম্যাগাজিনের অধিকাংশই অংশগ্রহণ করলেও সৃষ্টিশীল সাহিত্যচর্চাকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এগিয়ে নিতে একালে এসবের জোরালো ভূমিকা একুশ শতকের শুরু থেকেই ক্ষীয়মান। যুগের চিন্তাচেতনাকে তরুণ লেখকগোষ্ঠীর আবেগ-সংবেদনা-সৃষ্টিশীলতা ও মননজাত সাহিত্যিক বিকাশের মাধ্যম হিসেবে অবলম্বনে একালে লিটল ম্যাগাজিনের গ্রহণযোগ্যতা ও সামর্থ্য বহুলাংশেই নিষ্ফলতায় পর্যবসিত। কারণ বিশ শতকের শেষভাগ থেকে পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থায় এটি সাহিত্যচর্চার মাধ্যম হিসেবে জোরালো অবস্থানকে ধারণ করতে পারেনি। ফলে সাহিত্যচর্চায় যোগ্য নেতৃত্বদানকারী পুরনো কিছু লিটল ম্যাগাজিন বাংলাদেশে এখনো প্রকাশিত হলেও এদের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক পথনির্দেশনা ও প্রাসঙ্গিক সমালোচনার মাধ্যমে জাতীয়-রাজনৈতিক-আদর্শিক পরিমণ্ডলে বৌদ্ধিক ভূমিকা পালনের ব্যাপারটি একালে প্রায়শ অনুপস্থিত। মূলধারার সৃষ্টিশীল সাহিত্যচর্চায় এদের সম্পৃক্ততা এখনো খানিকটা প্রাসঙ্গিক হলেও নতুন ধারার সাহিত্যচর্চার বাতাবরণ গড়ে তোলা ও নতুন প্রজন্মের তরুণগোষ্ঠীকে সামনে এগিয়ে আনার যে ঐতিহ্য বিশ শতকের ষাটের দশক ও আশির দশকে চলমান ছিল, সেই ব্যাপারটি লিটল ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে একালে অলীক বাস্তবতা বলেই প্রতীয়মান হয়।

লিটল ম্যাগাজিনকে অনেকেই সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেন। অথচ এদের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক প্রবণতা, ভূমিকা ও আবেদন যথেষ্ট স্বতন্ত্র। সেকারণে এ প্রবন্ধে স্পষ্টভাবেই লিটল ম্যাগাজিনের সংজ্ঞার্থ, বৈশিষ্ট্য, প্রবণতা ও সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক পটভূমির আলোকে এর স্বরূপগত চালচিত্র পর্যালোচনার বিষয়টি আমরা বিবেচনায় রেখেছি। এছাড়া এদের ভাবমূর্তি আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারগত কারণেও পৃথক। লেখা, লেখক, লেখার আবেদন, পাঠক, সমালোচক প্রভৃতি নিয়েই এদের কায়কারবার হলেও লিটল ম্যাগাজিন অভিধার অর্থগত ব্যাপ্তি, সাহিত্যচর্চার ধরন ও স্বরূপ কোনোভাবেই সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

লিটল ম্যাগাজিনের সাহিত্যচর্চা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ-গল্প-কবিতা প্রকাশ কোনো জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতির মূলধারার প্রতিনিধিত্ব করে না। বরং মূলধারার সাহিত্যচর্চার গঠনমূলক সমালোচনা, ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্দেশের তাগিদ লিটল ম্যাগাজিনের লেখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এমনকি এটিও অনস্বীকার্য যে, বিকল্প বা সমান্তরাল সাহিত্যধারা হিসেবেই লিটল ম্যাগাজিনকে বিবেচনায় রাখা হয়। ফলে মূলধারার সাহিত্যচর্চায় গতি সঞ্চার ও নতুন বাঁক-বদলের সামর্থ্য তেমনভাবে সাহিত্য পত্রিকা ও সাহিত্য সাময়িকীতে পরিলক্ষিত না হলেও তা লিটল ম্যাগাজিনে গুরুত্বপূর্ণ অভিনিবেশ পায় এবং এটি এর অন্যতম দায়িত্বও বটে। এ পর্যায়ে আমরা লিটল ম্যাগাজিনের সংজ্ঞা ও এর বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতিগত স্বরূপ সম্পর্কে আলোকপাত করব।

"লিটল ম্যাগাজিন"—ইংরেজি সাহিত্য থেকে আগত এ সাহিত্যিক অভিধা বাংলাতে একই নামেই অধিক প্রচলিত। এর চলতি বাংলা নাম—"ছোট কাগজ"। তবে লিটল ম্যাগাজিন—অভিধায় প্রতিফলিত সাহিত্যিক উৎকর্ষ ও সৃষ্টিশীল ব্যঞ্জনার অনুরণন "ছোট কাগজ"—এ নামকরণে অধরাই থেকে যায়। বাংলায় লিটল ম্যাগাজিন অভিধা সাহিত্যভুবনে প্রথমবার সংযুক্ত করেন তিরিশের পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম *কবি* ও *কবিতা* সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু (দলাই ২০১০: ১৩০)। "লিটল ম্যাগাজিন" এই সাহিত্যিক অভিধাটির বিবর্তনগত পরিচয়ের সঙ্গে এর সংজ্ঞায়নের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

লিটল ম্যাগাজিনের অন্তর্গত "লিটল" শব্দটির উদ্ভব সম্ভবত উনিশ শতকের ইয়োরোপের লিটল থিয়েটারগুলো এবং ১৯১৪ সালে মার্গারেট টেন্ডার এমার্শনের *The Little Review* পত্রিকা থেকে। (আলম ২০১০: ১০৯) "ম্যাগাজিন" শব্দটির প্রযুক্ত অর্থগুলো হলো—অস্ত্রাগার, বন্দুক/রাইফেলের গুলি রাখার খাপ, ক্যামেরা বা প্রজেক্টরে ফিল্ম রাখার স্থান, সাময়িকী প্রভৃতি। তবে "সাময়িকী" অর্থে শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন *জেন্টলম্যানস* (লন্ডন ১৭৩১) সম্পাদক এডোয়ার্ড কেভ। কিন্তু "লিটল ম্যাগাজিন" নামের উৎস নিয়ে একাধিক অনুমান প্রচলিত। ১৮৪০ সালে র‍্যালফ ওয়াল্ডো ইমারসন ও মার্গারেট ফুলার সম্পাদিত *দি ডায়াল* প্রথম লিটল ম্যাগাজিন হিসেবে স্বীকৃত। (দলাই ২০১০: ১৩০) এ প্রসঙ্গে *HighBeam Encyclopedia*-এর তথ্য প্রণিধানযোগ্য:

> Little magazine differ grom the large commercial periodicals and major scholarly reviews by their emphasis on experimentation in writing, their perilous nonprofit operation, and their comparatively small audience of intellectuals. Prototypes of the 20th century *Little magazine* where The Dial (Boston, 1840-1844), a transcendalist review edited by Ralph Waldo Emerson and Margaret Fuller, and the English Savoy (1896), a manifesto in revolt against Victoria materialism. (রহমান ২০১০: ১৬৫)।

প্রকৃতপক্ষে লিটলম্যাগ চর্চা শুরু হয় ১৮৮০ সালের পর ফ্রান্সে প্রতীকবাদী সাহিত্য ও যুক্তরাষ্ট্রের রূপবাদী সাহিত্য আন্দোলনের মুখপত্র হিসাবে। ১৯২০ সাল থেকে জার্মানিতে এর ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। (দলাই ২০১০: ১৩০) বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে লিটল ম্যাগাজিনের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য থেকে আবির্ভূত এ সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক অভিধা সম্পর্কে *ওয়েবস্টার'স থার্ড নিউ ইন্টারন্যাশনাল ডিকশনারি* (১৯৭১)-এর অভিমত হচ্ছে—

> a literary use non-commercial magazine typically small in format that esp. features experimental writing or other lither literary expression appealing to a relatively limited number of readers. (মোস্তফা ২০২০: ১০০)

বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিক-সম্পাদকবর্গ, যারা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে নানাভাবে সম্পৃক্ত থেকেছেন, তাঁদের প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলো নিম্নে উল্লিখিত হলো।

আবদুল মান্নান সৈয়দের অভিমত—

> লিটল ম্যাগাজিন! নামেই এর চারিত্র্য প্রকাশিত। বৃহৎ রূপ নয়, জনপ্রিয় নয়, প্রাতিষ্ঠানিক নয় এমন পত্রিকা। রাজপথ নয় গলি, উপগলি, কথাটি আলংকারিক— কাজেই সীমিত অর্থে। লিটল ম্যাগাজিন মানেই তারুণ্যের বিস্ফোরণ, অপ্রাতিষ্ঠানিক চিৎকার, নতুন জ্যামিতি ও ইশতেহার। (রহমান ২০১০: ১৬৮)

সন্দীপ দত্তের অভিমত—

> লিটল ম্যাগাজিন বিশেষ উদ্দেশ্যবাহী, সৎ সাহিত্য ভাবনায় পরিচালিত এস্টাবলিশমেন্টবিরোধী, সমাজসচেতন, স্বল্পবিত্ত, রুচিশীল তরুণদের সৃজন সাহিত্য পত্র। (মোস্তফা ২০২০: ১০০)

উপর্যুক্ত অভিমতসমূহের আলোকে আমরা লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে এ অভিমত ব্যক্ত করতে পারি—সমষ্টিগত উদ্যোগে তরুণ লেখকরা নিজেদের সৃষ্টিশীল সম্ভাবনাকে প্রকাশের তাড়নায় স্বল্প পুঁজির ভিত্তিতে অবাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে স্বল্পস্থায়ী, রুচিশীল, মননিবিষ্ট, সমাজসচেতন ও প্রতিষ্ঠানবিরোধী মানসিকতাসম্পন্ন ক্ষুদ্র আয়তনের যে প্রকাশনাকে অবলম্বন করে, সেটিই লিটল ম্যাগাজিন।

লিটল ম্যাগাজিনের রূপতাত্ত্বিক কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা সাহিত্যচর্চার প্রচলিত মাধ্যমগুলো থেকে যথেষ্ট স্বকীয়। বিশেষত, এর উদ্ভবের মূলে যেহেতু সৃষ্টিশীল সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতার ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে, তাই এতে প্রকাশিত লেখাগুলোতেও সেই ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন লক্ষণীয়। একটি লিটল ম্যাগাজিনের বিশিষ্টতা এখানেই, সেটি সচেতন সাহিত্য পাঠকের হাতে এলে পাতা উল্টে তিনি লেখাগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারেন। এই ধারণায় সন্নিবিষ্ট থাকে বিশেষ ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মতাদর্শের প্রতিফলন। ফলে তার বোধ

অনুরণিত হয়, প্রচলিত চিন্তার ভুবনে ধাক্কা লাগে, তিনি হয়ত নতুন করে কোনো বিষয়ে ভাবতে উদ্দীপ্ত হন। অর্থাৎ লিটল ম্যাগাজিনের উপযোগিতা নিছক তরুণ লেখকের সাহিত্যচর্চার অবলম্বন হিসেবেই বিবেচ্য না হয়ে পারিপার্শ্বিক আর্থ-সামাজিক পরিসরে ঘটে চলা সমকালীন অজস্র ঘটনা ও এর প্রতিক্রিয়া, পক্ষ-বিপক্ষকেন্দ্রিক বক্তব্য ও ভাবনার সমাবেশ হিসেবেও লেখাগুলোকে ধারণের সামর্থ্য বজায় রাখে। শুধু সাহিত্যভিত্তিক লেখা প্রকাশই লিটল ম্যাগাজিনের কর্মকাণ্ডের উপজীব্য নয়। বরং দৈশিক ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ঘটে চলা বিভিন্ন বিষয় ও প্রসঙ্গ, ভাবনা ও মতাদর্শ, তর্ক-বিতর্ক ও সম্ভাবনা যাচাই-বাছাইয়ের মতো বিষয়কে নির্বাচনপূর্বক বিশেষ আয়োজনের সুযোগও থাকে, তাই একক ও সামষ্টিক লেখাগুলোর মাধ্যমে লিটল ম্যাগাজিন সচেতন ও বোদ্ধা পাঠকসমাজের মনোযোগ আদায়ের সামর্থ্য রাখে। বুদ্ধদেব বসু "লিটল ম্যাগাজিন" অভিধার সঙ্গে বাঙালি পাঠককে পরিচিত করতে *দেশ* পত্রিকার মে ১৯৫৩ সংখ্যায় "সাহিত্যপত্র" প্রবন্ধে লিখেছেন :

> এক রকমের পত্রিকা আছে যা আমরা রেলগাড়িতে সময় কাটাবার জন্য কিনি, আর গন্তব্য স্টেশনে নামার সময় ইচ্ছে করে গাড়িতে ফেলে যাই—যদি-না কোনো সতর্ক সহযাত্রী সেটি আবার আমাদের হাতে তুলে দিয়ে বাধিত এবং বিব্রত করেন আমাদের। আর এক রকমের পত্রিকা আছে যা স্টেশনে পাওয়া যায় না, ফুটপাতে কিনতে হলেও বিস্তর ঘুরতে হয়, কিন্তু যা একবার হাতে এলে আমরা চোখ বুলিয়ে সরিয়ে রাখি না, চেয়ে-চেয়ে আস্তে আস্তে পড়ি, আর পড়া হয়ে গেলে গরম কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে ন্যাপথলিন-গন্ধী তোরঙ্গে তুলে রাখি—জল, পোকা, আর অপহারকের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য। যে সব পত্রিকা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত হতে চায়—কৃতিত্ব যেইটুকুই হোক, অন্ততপক্ষে নজরটা যাদের উঁচুর দিকে, তাদের জন্য নতুন একটা নাম বেরিয়েছে মার্কিন দেশে: চলতি কালের ইংরেজি বুলিতে এদের বলা হয়ে থাকে লিটল ম্যাগাজিন।
>
> লিটল কেন? আকারে ছোট বলে? প্রচারে ক্ষুদ্র বলে? নাকি বেশি দিন বাঁচে না বলে? সব কটাই সত্য, কিন্তু এগুলোই সব কথা নয়; ঐ 'ছোট' বিশেষণটাতে আরো অনেকখানি অর্থ পোরা আছে। প্রথমত, কথাটা একটা প্রতিবাদ : এক জোড়া মলাটের মধ্যে সব কিছুর আমদানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বহুলতম প্রচারের ব্যাপকতম মাধ্যমিকতার বিরুদ্ধ প্রতিবাদ।... আমরা যাকে বলি সাহিত্যপত্র, লিটল ম্যাগাজিন তারই আরো ছিপছিপে এবং ব্যঞ্জনাবহ নতুন নাম। (রহমান ২০১০: ১৬৭-১৬৮)

লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে সাহিত্য পত্রিকার ভিন্নতা প্রসঙ্গে শিবনারায়ণ রায় বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। (রায়, ২০২০, পৃ. ৬৯১)

মিশ্রের (২০২০: ২৬০-৬১) বর্ণিত বৈশিষ্ট্যাবলির আলোকে লিটল ম্যাগাজিনের স্বভাবগত প্রবণতা সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব। সাংগঠনিক ভূমিকা ও সমষ্টিগত কর্মকাণ্ড পরিচালনা লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশের নেপথ্য চালিকাশক্তি। এক্ষেত্রে পারস্পরিক আলাপ, নীতি-নির্ধারণ, পরিকল্পনা ও উদ্যোগকে বাস্তবায়নের তৎপরতা প্রভৃতির সমন্বয় সাধনের ফলে লিটল ম্যাগাজিন সাহিত্যচর্চার মাধ্যম হিসেবে ফলপ্রসূ

ভূমিকা পালন করতে পারে। লিটল ম্যাগাজিনের প্রকৃতিগত স্বরূপ বুঝে উঠতে এর মৌলিক কিছু উপাদান সম্পর্কে নিচে আলোকপাত করা হলো।

লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের মনে আগ্রহ জাগে না, কৌতূহলও পরিলক্ষিত হয় না। কারণ বাণিজ্যনির্ভর মুনাফাসর্বস্ব সাহিত্য পত্রিকাগুলোই তার সাহিত্যপাঠ তথা বিনোদনের খোরাক পূরণের অবলম্বন। এদিক থেকে লিটল ম্যাগাজিনের ব্যাপ্তি, পাঠকচাহিদা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রচলিত সাহিত্য পত্রিকার ঠিক বিপরীত অবস্থানে রয়েছে। লিটল ম্যাগাজিনের প্রকাশ ও প্রচার কোনোভাবেই বিনোদনের অবলম্বন ও সময়ক্ষেপণ নির্ভর নয়। বরং বিশেষ সাহিত্যিক ভাবনা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতাই এ ধরনের লেখা প্রকাশের অবলম্বন। সাহিত্যচর্চা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অসৎ মনোবৃত্তি পূরণের হাতিয়ার হলে যে অবক্ষয় ও বিনষ্টি সমাজদেহে পচন ঘটায়, তা প্রতিরোধের অবলম্বন লিটল ম্যাগাজিন। এতে লেখক-প্রকাশক-সম্পাদক-বিজ্ঞাপনদাতার গোপন অভিসন্ধি পূরণের পায়তারা নেই। বরং সৃজনশীল লেখায় আগ্রহী, মননধর্মী লেখায় সচেষ্ট তরুণরা আনাড়ি হাতে স্বল্পমূল্যের কাগজে অপেশাদার দৃষ্টিসম্পন্ন সম্পাদকের সম্পাদিত লিটল ম্যাগাজিনে লেখার মাধ্যমেই লেখক হবার প্রস্তুতি বাস্তবায়নে অগ্রসর হয়। নির্দিষ্ট সময় মেনে, যথেষ্ট রুচিসম্মতভাবে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিশ্রমী ও অভিজ্ঞ লেখকদের লেখা বাছাই করে নির্ভুলভাবে লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ প্রায়শই সম্ভব হয় না। এমনকি এর সাহিত্যিক মান বজায় রাখাও যথেষ্ট কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ। কেননা নির্দিষ্ট আদর্শ-ভাবনা-মতবাদপ্রণীত বিধায় অনেকক্ষেত্রেই একদেশদর্শিতা ও উগ্রপন্থার প্রভাব লিটল ম্যাগাজিনে পরিলক্ষিত হয়। পাঠকের সংখ্যা ও তার কাছে লিটল ম্যাগাজিন পৌঁছে দেওয়ার পূর্ণ অবকাঠামো গড়ে তোলার বদলে স্বল্পসংখ্যক প্রাপ্তমনস্ক সচেতন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণই লিটল ম্যাগাজিনের কর্মতৎপরতার অভিমুখ। যেহেতু সমমনস্ক লেখকরা প্রায়শ নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে স্বল্প পুঁজিতে লিটল ম্যাগাজিন গড়ে তোলেন এবং বাণিজ্যিক পত্রিকার মতো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, মেয়াদ ও কার্যক্রম সম্প্রসারণের সাংগঠনিক অবলম্বন অনুসরণের সামর্থ্য ও মানসিকতা তাদের থাকে না, তাই এ ধরনের প্রকাশনার স্থায়িত্ব ও আবেদন ফলপ্রসূ হওয়া যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। তবে বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনের অনুসারীদের মধ্যে মতবিভাজন সত্ত্বেও প্রথা-প্রতিষ্ঠানবিরোধী হওয়ায় তাদের অন্তর্গত ঐক্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও ভাবনায় প্রতিফলিত হয়। ভাঙচুর, উস্কানি-প্ররোচনা, নিরীক্ষা, বাতিল ও অস্বীকার করার মতো অপ্রাতিষ্ঠানিক মনোভঙ্গিকে অবলম্বনের মাধ্যমে লিটল ম্যাগাজিন যে কোনো জাতির সাহিত্যচর্চার বলয়ে মূলধারার সমান্তরালে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে সচেষ্ট থাকে।

লিটল ম্যাগাজিনের লেখায় লেখকের একক ব্যক্তিত্বের চেয়ে এর সামষ্টিক ভাবমূর্তি ধারণের প্রসঙ্গটি পরিণতিতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়, যা সাহিত্যিক আন্দোলন গড়ে তোলার নেপথ্যে ভূমিকা পালন করে। এতে শখের বশে বা ব্যক্তিগত আগ্রহবশত

লেখা প্রকাশের ব্যাপারটি বাণিজ্যিক ধারার সাহিত্য পত্রিকার মতো একইভাবে বিবেচ্য হয় না। যেহেতু সৃষ্টিশীল চেতনায় উজ্জীবিত তরুণরা নিজের ভাবনা, প্রত্যাশাকে প্রকাশে উন্মুখ হয়ে ওঠে, তাই প্রাথমিকভাবে তারা কোন লিটল ম্যাগাজিনে লিখবে, সে ব্যাপারে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়। কোন লেখকের লেখা লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশের উপযোগী, এর সম্পাদক ও তার সহযোগী-সুহৃদরাও সে ব্যাপারে পরিকল্পনা করেই কর্মকাণ্ড সম্পাদনে সচেষ্ট থাকে। ফলে একধরনের বিবেচনা ও বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে লেখকদের লেখা প্রকাশের প্রক্রিয়াটি পরিণতিতে সাহিত্যিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন ও সাহিত্যিক আন্দোলন গড়ে তোলার উপযুক্ত পটভূমি সৃষ্টি করে। কেননা সামাজিক দায়বদ্ধতা, মুক্তভাবে চিন্তার সামর্থ্য ও প্রগতিশীল মানসিকতার বিকাশ সাধনের আঁতুড়ঘর হিসেবে তরুণ লেখকদের লেখা প্রকাশের দায় লিটল ম্যাগাজিন ধারণ করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাহিত্য আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে লিটল ম্যাগাজিনের সহায়ক ভূমিকা পালনের বিষয়টি অনস্বীকার্য। বাংলাদেশেও ষাটের দশকে এবং আশির দশকে বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিন অনুরূপ ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। প্রচলিত ও রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি, সংস্কারগ্রস্ত মানসিকতা ও পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে উদারনৈতিক, যুক্তিনিষ্ঠ, মানবিক সাহিত্যবোধ লালন ও লেখায় ধারণের মাধ্যমে লিটল ম্যাগাজিন মুখপত্র হিসেবে সাহিত্য আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে।

লিটল ম্যাগাজিনের আর্থিক সঙ্গতিহীনতাহেতু দলীয় উদ্যোগে লিটল ম্যাগাজিনের ব্যয়ভার নির্বাহ করা, এর লেখকদের এক্ষেত্রে সহায়তা করার মানসিকতা ও লেখকসম্মানী দাবি করার পরিবর্তে লেখা প্রকাশের ঐকান্তিক আগ্রহ বাজারি-মুনাফাকামী পত্রিকার উদ্দেশ্য ও নীতির সঙ্গে একেবারেই সাংঘর্ষিক। তরুণদের সমন্বিত উদ্যোগ ও পরিকল্পনা এক্ষেত্রে কার্যকর করতে বেগ পেতে হয় বলে প্রায়শ স্বল্প পুঁজির ভিত্তিতে সংক্ষিপ্ত কলেবরে দৃষ্টিনন্দনবর্জিত বা অপেক্ষাকৃত শ্রীহীন অবয়বে সস্তা কাগজে এটি মুদ্রিত হয়। বিজ্ঞাপন গ্রহণের অনীহা ও পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সংশ্রবমুক্ত থাকার ঐকান্তিক প্রয়াস লিটল ম্যাগাজিনের মৌল স্বভাব। কেননা, প্রতিস্পর্ধী চেতনা ও প্রতিরোধী মানসিকতা লালন ও লেখায় ধারণের প্রয়াসহেতু লিটল ম্যাগাজিনের কর্মী-লেখক-অনুরাগীরা আর্থিক প্রলোভন ও বৈষয়িক স্বার্থোদ্ধারের ভাবনা পরিত্যাগ করে। যাদের পক্ষে এ মানসিকতা লালন অসম্ভব, বাজারি পত্রিকার হাতছানি ও মিডিয়ার নজর কাড়ার তাগিদহেতু তারা স্বেচ্ছায় লিটল ম্যাগাজিন থেকে দূরে সরে যায়। লেখকের ব্যক্তিগত পরিচয় ও ভাবমূর্তি নয়, বরং তার লেখাই লিটল ম্যাগাজিনের সম্বলস্বরূপ বিবেচিত হয়। সেকারণেই বাজারচলতি তথাকথিত খ্যাতিসম্পন্ন-জনপ্রিয়-বাগাড়ম্বরসর্বস্ব লেখকরা লিটল ম্যাগাজিনে জায়গা পায় না।

সৃষ্টিশীল সাহিত্যর্চচা ও মননশীল গদ্যরচনার অবলম্বন হিসেবে লিটল ম্যাগাজিনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এর পাঠকসংখ্যা স্বভাবতই কম, যেহেতু লেখাগুলো সস্তা বিনোদনের খোরাক ও অবসর উদযাপনের রসদ জোগানোর দায়িত্বমুক্ত। ফলে

নিরীক্ষাকেন্দ্রিক, গভীর-বিশ্লেষণধর্মী ও অপ্রচলিত ধারার লেখার প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠকের আগ্রহ ও মনোযোগ থাকে না। এ ধরনের লেখার পাঠক সচেতন-সাহিত্যমনস্ক পড়ুয়ারা, যারা প্রাগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আস্থাশীল। যেহেতু প্রচলিত সাহিত্যচিন্তা, সাংস্কৃতিক ভাবনাকে অস্বীকারপূর্বক বিরুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রাগ্রসর মানসিকতাকে ভিত্তি করে লিটল ম্যাগাজিনের বিভিন্ন আয়োজন-সংখ্যা-ক্রোড়পত্রের পরিকল্পনা অনুযায়ী লেখা প্রকাশিত হয়, তাই এক্ষেত্রে গড়পরতা পাঠকের কথা বিবেচিত হয় না। পাঠকের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও লেখা পড়ে তাড়িত বা প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি লিটল ম্যাগাজিনের লেখার অতি প্রাসঙ্গিক অংশ। ফলে লেখক-পাঠকের সম্পর্ক জোরালো হয়, এমনকি তাদের ভাবনায় সামঞ্জস্য বিধানের সম্ভাবনা থাকে। দৈবাৎ তেমনটি না ঘটলেও তারা নিজস্ব ভাবনার সঙ্গে লেখার উপজীব্য মিলিয়ে নেওয়ার, যাচাই-বাছাই করার পূর্ণ সুযোগ পায়। লিটল ম্যাগাজিনের পাঠকসংখ্যা স্বল্প হলেও তার ভাবনায় অনুসন্ধিৎসুপরায়ণতা ও যাচাই-বাছাইগত ঐকান্তিক আগ্রহ লিটল ম্যাগাজিনের কর্মপরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। লেখক ও লিটল ম্যাগাজিন *কথা* সম্পাদক কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরের প্রাসঙ্গিক অভিমত—

> লিটলম্যাগের পাঠক মানেই একধরনের দায়িত্বশীলতার কাজে নিয়োজিত একজন কর্মীও। এখানে লেখকের সাথে লেখকের বোঝাপড়াও হয়। পাঠক তৈরি থাকেন আমাদের ভিতর চলমান সাহিত্যরুচি, প্রথা, ভাবনা, বা রুচিকে অতিক্রম করার একধরনের লেনদেন করার জন্য। পাঠক, আলোচক কিংবা লেখক নিজেকে সৃজনশীলতায় জারিত করার তাড়না থেকে লিটলম্যাগের চর্চা করেন ... যার ফলে তীব্র মননশীল, জীবনঘনিষ্ঠ একটা লিটল ম্যাগ তার সৃজনশীলতার নতুনত্বে একজন পাঠকের চৈতন্যে নবতর সৃজনমুখরতা আনতে পারে। সেই হিসাবে একটা লিটলম্যাগ আধুনিকতাকে নিত্য লালন করে। (হাবিব ২০২১: ৩০)

যে মানদণ্ডে লিটল ম্যাগাজিন সাহিত্যচর্চার মাধ্যমসুলভ সংক্ষিপ্ত পরিসরকে অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে লেখক-পাঠককে গ্রন্থিত করে, সেটি হচ্ছে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা। "প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা" কী, সে প্রসঙ্গে লিটল ম্যাগাজিনের লেখক-পাঠক-কর্মী-অনুরাগীদের মধ্যে বিভিন্ন ধারণা সচল রয়েছে। কেউ একে রাষ্ট্রীয় পরিসর থেকে বিবেচনা করেছেন, কেউ বা সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশেষ কোনো সাহিত্যিক, সাহিত্য প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশনার আলোকেও মূল্যায়ন করেছেন। অর্থাৎ "প্রতিষ্ঠা লাভ" সম্পর্কিত ধারণার বিরুদ্ধাচরণই "প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা"র সারকথা। ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, আধিপত্য, দখলদারিত্ব প্রভৃতির সঙ্গে সম্মতি আদায় ও বৈধতা অনুমোদনের যে যোগসাজশ, লিটল ম্যাগাজিন সবসময় এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনের নীতি-আদর্শ-কর্মকাণ্ড, কাজের ধরনে ভিন্নতা থাকলেও এই একটি বিষয়ে তাদের অবস্থান স্পষ্টতই প্রতিষ্ঠান বিরোধী। মূলধারার সাহিত্যচর্চা, জাতীয় সাহিত্যিক পটভূমিতে যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সাহিত্যিক বা সাহিত্যপ্রতিষ্ঠান হিসেবে বহুলস্বীকৃত, লিটল ম্যাগাজিনের দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে তারাও ক্ষেত্রবিশেষে পরিত্যাজ্য হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধার, আত্মকেন্দ্রিকতা ও নিজস্ব দাপট বজায় রাখার ফিকিরকে

নানা কৌশলে কার্যকর করার যে সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক অভিপ্রায় ও অপচেষ্টা, লিটল ম্যাগাজিন প্রবলভাবেই এর মূলে কুঠারাঘাতে লিপ্ত থাকে। ব্যক্তিস্বাধীনতা, আত্মশক্তির উদ্বোধন, যাচাই-বাছাইয়ের মানসিকতা ও বিরুদ্ধ লড়াইয়ের দ্রোহ লিটল ম্যাগাজিনের লেখকদের পাথেয়। সেকারণেই প্রতিষ্ঠানের মুখোমুখি দাঁড়ানোর ব্যাপারে তাদের দুঃসাহসী, অকুতোভয় ভাবনা লেখায় প্রতিধ্বনিত হয়।

প্রচলিত ভাবনা, আদর্শ, মূল্যবোধ, অনুশাসন ও জননীতি-রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক অনুশাসন, বিধি-মান্যতার শৃঙ্খলকে প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের আদলে সহনীয়, গ্রহণযোগ্য ও অনুসরণীয় হিসেবে মান্যতাদানের রেওয়াজ বিবিধভাবেই লক্ষণীয়। লিটল ম্যাগাজিনের পাঠক-লেখকরা সেকারণেই প্রথাবিরোধী ও প্রতিষ্ঠানবিরোধী অবস্থান গ্রহণে আস্থাশীল। কথাশিল্পী সেলিম মোরশেদ এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

> ছোটো কাগজ যারা করেন কোনো-না-কোনোভাবে তারা চলতি সব কিছুর বিপরীত। তারা প্রথা বিরোধী। অন্তত শতকরা আশি ভাগ লেখক-কর্মী বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ ভাঙেন। (মোরশেদ ২০১১: ৩২৮-৩২৯)

লিটল ম্যাগাজিনের প্রাসঙ্গিক ভূমিকা শুধু তরুণ প্রজন্মের সৃষ্টিশীল লেখকদের লেখা প্রকাশ ও তাদের লেখক পরিচিতি গড়ে তোলাতেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং নবীন লেখকদের চেতনালোকে দেশ-জাতি-সমাজ-জনগণের আন্তঃসম্পর্কের বিন্যাসে প্রযুক্ত ছদ্মবেশী মানসিকতা, পরনির্ভরশীলতা, সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতাবোধ ও পুঁজিবাদের আধিপত্য, সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও শ্রেণিবৈষম্য, লৈঙ্গিক বিভাজন ও বিবিধ অসমতার স্বরূপ উন্মোচনের দায়িত্বও লিটল ম্যাগাজিন স্বেচ্ছায় পালন করে। সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা হয়ে ওঠে তার হাতিয়ার। লিটল ম্যাগাজিনের ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে এক্ষেত্রে লেখকদের দ্রোহী, অনমনীয়, তেজস্বী মনোভঙ্গির উন্মীলন যেমন জরুরি, তেমনিভাবে তাদের অবলম্বিত প্রতিষ্ঠানবিরোধী মানসিকতাসম্পন্ন লেখা সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিবিধ প্রথা-প্রতিষ্ঠানের ছদ্মবেশী মুখোশ উন্মোচনে পাঠককে সচেতন করে তোলে, লেখক হয়ে ওঠার অনুপ্রেরণা জাগায়।

লিটল ম্যাগাজিনের সীমাবদ্ধতা ও সংকট সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত প্রচলিত। আর্থিক ভিত্তিহীনতা ও স্থায়ীত্বের অভাব, ভবিষ্যতমুখী কর্মপরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে না পারা ও সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তুলতে না পারা, দল-মতগত বিভাজন, লেখা প্রকাশ, প্রচার ও যথাযথভাবে মূল্যায়নের অনিশ্চয়তা ও অসামর্থ্য, পাঠক সংকট, লেখকের মানসিকতাগত দূরত্ববোধ, লেখকদের লেখক পরিচিতি গড়ে তোলার ব্যাপারে বিবিধ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হওয়া প্রভৃতি বাংলাদেশের বেশির ভাগ লিটল ম্যাগাজিনের চিরাচরিত সমস্যা। তরুণ লেখকদের তেজস্বী মানসিকতার সঙ্গে সৃষ্টিশীলতার ও মননধর্মের সমন্বয় তাদের স্বল্পসংখ্যক লেখায় প্রতিবিম্বিত হয়।

বাজারচলতি পত্রিকায় লেখার সুযোগ প্রাপ্তি ও নগদ সম্মানীলাভের হাতছানি, প্রতিষ্ঠানের চাকরি ও পদ লাভের সম্ভাবনা, মিডিয়ার নেকনজর ও বাজারি সাহিত্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পুরস্কার বগলদাবা করার পায়তারা প্রভৃতিতে এড়িয়ে যাওয়াও কঠিন। কেননা, অনিশ্চয়তা ও প্রতিকূলতায় জর্জরিত হওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা লিটল ম্যাগাজিনের লেখকদের অনস্বীকার্য বাস্তবতা। পাশাপাশি লেখা প্রকাশের অন্তর্জালকেন্দ্রিক বিবিধ সুবিধাদি গ্রহণের মাধ্যমে নিজের লেখক পরিচয়কে স্বাধীনভাবে গড়ে তোলার ব্যাপারটিও একালের তরুণ লেখকের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত। বাংলাদেশের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে লিটল ম্যাগাজিনের বর্তমান ভাবমূর্তি নানা কারণেই ক্রমশ সংকুচিত হয়ে চলেছে।

এসব সমস্যার প্রতিকার সম্পর্কে ভবিষ্যতমুখী দূরদর্শী পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা কার্যকর করার দায়িত্ব লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনে অতীতে কাণ্ডারীর ভূমিকা পালনকারী লেখক-সম্পাদকদের ওপরই মূলত বর্তায়। বাংলাদেশে সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে লিটল ম্যাগাজিন সংরক্ষণ, পৃষ্ঠপোষকতাদান ও গ্রন্থাগার পরিচালনার কোনো উদ্যোগ অদ্যাবধি লক্ষণীয় নয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে লিটল ম্যাগাজিন গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র যেখানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, বিভিন্ন জেলায় লিটল ম্যাগাজিনভিত্তিক মেলার আয়োজন করছে, সেখানে বাংলাদেশে এ ধরনের কর্মতৎপরতা আদৌ বাস্তবায়িত হবার সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তাছাড়া প্রযুক্তি ও আধুনিক সুবিধাসম্বলিত বিভিন্ন অন্তর্জালিক মাধ্যমের অবাধ প্রসারের ফলে লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ ও এর উপযোগিতা সম্পর্কেও নতুনভাবে ভাবার মতো পরিস্থিতির উদ্রেক ঘটেছে। বিশেষত করোনাকালে বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্প যখন আগাগোড়াই মুখ থুবড়ে পড়েছে, প্রয়োজনীয় আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতালাভ ও এতদ্বিষয়ক আনুকূল্যপ্রাপ্তির সুযোগ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর, তখন লিটল ম্যাগাজিন বিষয়ক আশাবাদ আসলেই দুরূহ ব্যাপার। ফলে নিজস্ব উদ্যোগে যেসব লিটল ম্যাগাজিনের পক্ষে চলমান বিবিধ প্রতিকূলতা অতিক্রম করা সম্ভব হবে, তারাই অতীতের ঐতিহ্যকে আগামী দিনের সাহিত্যচর্চায় এগিয়ে যেতে সচেষ্ট থাকবে। কেননা নানা বাধা, বিপত্তি পেরিয়ে একালেও যে লিটল ম্যাগাজিনের আবেদন ফুরিয়ে যায়নি, এ উপলব্ধি সচেতন লেখক-পাঠকের জন্য অনুপ্রেরণাস্বরূপ।

যে কোনো জাতির সৃজনশীল সাহিত্যচর্চায় লিটল ম্যাগাজিনের সম্পূরক ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইয়োরোপ ও আমেরিকার সীমানা পেরিয়ে বাংলা সাহিত্যে লিটল ম্যাগাজিনের আবির্ভাব ভারতের পশ্চিমবাংলায় ক্রমশ পরিলক্ষিত হয়। উনিশ'শ সাতচল্লিশ পরবর্তীকালে তদানীন্তন পূর্ব-বাংলার সাহিত্যভুবনে ধীরে ধীরে লিটল ম্যাগাজিনের আবির্ভাব ঘটে। ষাটের দশকের কবি-গল্পকারদের সচেতন ঐক্যবদ্ধতার রূপায়ণ বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনকে ভিত্তি করে রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় ও অবক্ষয়ের সমান্তরালে সামাজিক দ্রোহ, প্রতিবাদী উচ্চারণ ও কালিক সংকটকে ধারণ করলেও তা সাহিত্যিক

আন্দোলন হিসেবে তাৎপর্যময় উদ্ভাসনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আশির দশকের কবি-গল্পকারদের বলিষ্ঠ তৎপরতা ও যুগচেতনাকে লেখনীতে ধারণের সামর্থ্যগুণে। নব্বই দশকের সীমানা পেরিয়ে লিটল ম্যাগাজিনের আবেদন বাংলাদেশের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু রূপ পায়। বিশেষত পুঁজিবাদের উল্লম্ফনধর্মী বিস্তার, লেখা প্রকাশের বিকল্প বিভিন্ন মাধ্যমের আবির্ভাব, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধন ও ঐক্যহীন-বিভেদকেন্দ্রিক-পক্ষপাতমূলক মনোভঙ্গি পোষণের ফলে লিটল ম্যাগাজিনের লেখকদের সংহতিচ্যুতি মিলেমিশে একালে এই সাহিত্যিক মাধ্যমের আবেদন ও প্রাসঙ্গিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। বাংলাদেশে সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে লিটল ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিচালনা বিষয়ক কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন এখনো গঠিত হয়নি। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলা একাডেমি আয়োজিত বইমেলায় যেসব লিটল ম্যাগাজিন লিটল ম্যাগাজিন চত্বরে স্টল বরাদ্দ পায়, সেগুলো এখন আর পূর্বের ঐতিহ্যবাহী লিটল ম্যাগাজিনের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক সচেতনতা ও দায়বদ্ধতার পরিচয় ধারণ করে না। বড়জোর পাঠকের আগ্রহ ও নতুন লেখক-কবিদের লেখার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি— এই গণ্ডিতেই এর আবেদন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তবু একুশ শতকের পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে লিটল ম্যাগাজিন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় প্রাসঙ্গিক ভূমিকা পালন করবে, এমন আশাবাদ পোষণ অযৌক্তিক নয়।

তথ্যসূত্র

আলম, শাহ মোহাম্মদ (২০১০)। লিটল ম্যাগাজিন: শেকড় সন্ধান। মোরশেদ, সেলিম ও অন্যান্য (সম্পা.), *স্বপ্নের সারসেরা*। উলুখড়, ঢাকা।

আশরাফ, সরকার (সম্পা.) (২০২০)। *নিসর্গ*, ঢাকা।

জাহাঙ্গীর, কামরুজ্জামান (২০২১)। *লিটলম্যাগচর্চা ও সমকালীন কথাশিল্প। নির্বাচিত প্রবন্ধমালা*, হাবিব, তাশরিক-ই-(সম্পা.), পরানকথা, ঢাকা।

দলাই, রিসি (২০১০)। পক্ষ-প্রতিপক্ষ অথবা শত্রু-মিত্র। মোরশেদ, সেলিম ও অন্যান্য (সম্পা.), *স্বপ্নের সারসেরা*। উলুখড়, ঢাকা।

ভট্টাচার্য, তপোধীর (২০২০)। লিটল ম্যাগাজিন: সমাপ্তিহীন প্রবন্ধের আদিপাঠ। *নিসর্গ*, ঢাকা।

মিশ্র, সুবিমল (২০২০)। প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা একটা টোটাল ব্যাপার। *নিসর্গ*, ঢাকা।

মিশ্র, সুবিমল (২০২০)। সময়ের আর্তনাদ। *নিসর্গ*, ঢাকা।

মোস্তফা, কামাল (২০২০)। লিটল ম্যাগাজিন এক প্রতিষ্ঠানবিরোধী প্রতিষ্ঠান। *নিসর্গ*, ঢাকা।

মোরশেদ, সেলিম (২০১১)। *সেলিম মোরশেদ রচনাসংগ্রহ-১*। উলুখড়, ঢাকা।

মোরশেদ, সেলিম ও অন্যান্য (সম্পা.) (২০১০)। *স্বপ্নের সারসেরা*। উলুখড়, ঢাকা।

মোরশেদ, সেলিম (২০১১)। ব্যক্তিগত ইশতেহার যা সামষ্টিকও হতে পারে। *সেলিম মোরশেদ রচনাসংগ্রহ-১*, উলুখড়, ঢাকা।

রহমান, মিজান (২০১০)। লিটল ম্যাগাজিন প্রসঙ্গে। মোরশেদ, সেলিম ও অন্যান্য (সম্পা.), *স্বপ্নের সারসেরা*। উলুখড়, ঢাকা।

রাফি, রথো (২০১০)। সেলাই করে চলি উদ্ধৃতির ছেঁড়াকাঁথা। মোরশেদ, সেলিম ও অন্যান্য (সম্পা.), *স্বপ্নের সারসেরা*। উলুখড়, ঢাকা।

রায়, শিবনারায়ণ (২০২০)। লিটল ম্যাগাজিন: অভিযাত্রা সাহিত্যপত্র। *নিসর্গ*, ঢাকা।

লিটল ম্যাগাজিন

সরকার আশরাফ, (২০২০)। সম্পাদকীয়। *নিসর্গ*, ঢাকা।

হাবিব, তাশরিক-ই-(সম্পা.) (২০২১)। *নির্বাচিত প্রবন্ধমালা*। পরানকথা, ঢাকা।